জাতীয় নির্বাচন ২০০৭
জবাবদিহিমূলক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সুশীল সমাজের উদ্যোগ
নাগরিক ফোরাম
৯ ডিসেম্বর ২০০৬

সহ-আয়োজকের বক্তব্য

মাহফুজ আনাম
সম্পাদক, দ্য ডেইলি স্টার

আগামীকাল এই সময়ের মধ্যেই হয়তো প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস ও গ্রামীণ ব্যাংক নোবেল পুরস্কার হাতে পেয়ে যাবেন। এটি একধরনের বাংলাদেশ। অন্যদিকে আমাদের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বর্তমানে রাজনৈতিক জটিলতায় আবদ্ধ বাংলাদেশ। আমাদের কেন নোবেল পুরস্কারের বাংলাদেশের বদলে জটিলতায় আবদ্ধ বাংলাদেশের মধ্যে বাস করতে হবে? আমরা ১৫ বছর ধরে গণতন্ত্র চর্চা করার গৌরব অর্জন করেছি। ১৫ বছর আগে যখন আমরা গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলাম তখন আমরা সবাই একসঙ্গে ভাবলাম–একটি স্বপ্নের পুনর্জন্ম হলো। কেন পুনর্জন্ম? কেননা স্বপ্ন আমাদের প্রথম জন্ম নিয়েছিল ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার মাধ্যমে। সেই স্বপ্ন সামরিক শাসনের জন্যে এবং পরবর্তীকালে স্বৈরশাসনের জন্যে বাস্তবায়ন হয়নি তাই ৯১ সালে আমাদের সেই স্বপ্নের আবার পুনর্জন্ম হল। কিন্তু আজকে আমাদের এই অবস্থা কেন? এখন তো আমরা অন্য কাউকে দোষ দিতে পারি না। আমাদের গণতন্ত্রের মূল নিয়ন্ত্রক হচ্ছে রাজনৈতিক দল। আমাদের এই সমস্যাগুলোর দায়িত্ব রাজনৈতিক দলগুলোরও নিতে হবে। বড় দু–দলই এই জটিলতার মূল উৎস। কে বেশি কে কম সেই তর্কে আমি যাব না। নিজেদেরই সৃষ্ট এই রাজনৈতিক জটিলতা দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে দুর্বল করে তুলছে। আমি আজ অতীতের কথা বলতে চাই না। আমি শুধু আহ্বান করতে চাই, যে সম্ভাবনাময় বাংলাদেশের স্বপ্ন আমাদের ছিল–নোবেল বিজয়ের মাধ্যমে আমরা তা বাস্তবায়ন করার অনেক সাহস পেয়েছি। এই অসম্ভবকে সম্ভব করে দেখিয়েছেন শুধু প্রফেসর ইউনূস নন, গ্রামীণ ব্যাংকের সমস্ত সদস্য। আজকে ঐ নোবেল পুরস্কার শুধু প্রফেসর ইউনূস পাচ্ছেন না, আমাদের গ্রামের মহিলারা পাচ্ছেন। এই গ্রামীণ ব্যাংকের উদাহরণ আমরা বারবার দিতে চাই–কারণ এটা আমার দেশের তৈরী একটি সংগঠন। একেবারেই আমাদের করা। আমরা যদি একদিকে এতকিছু অর্জন করতে পারি, তাহলে অন্যদিকে কেন এত ব্যর্থতা। আমি প্রশ্নটা আপনাদের বিবেকের কাছে রাখছি। আমার ধারণা এই সমস্যার একটি মূল উপাদান হচ্ছে–আমরা কেউ নিজেদের ভুল স্বীকার করতে রাজি নই। আমি যখন রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আলাপ করি–তাদের কথা শুনলে মনে হয়–এরকম সেরা চিন্তা, সেরা দল পৃথিবীতে নেই। কিন্তু তারাই তো এই সমস্যার জন্য মূলতঃ দায়ী। এরকম দল কি হতে পারে যারা কোনোদিন ভুল করে না। এমন নেতা-নেত্রী কি হতে পারে যাঁর কোনোদিন ভুল হয় না। কিন্তু আমাদের ইতিহাসে কেউ কোনোদিন ভুল স্বীকার করে না। আমরা সবাই সেরা, আমরা সবাই ভালো বুঝি। আর এই দম্ভ আমাদের এক বিশেষ রাজনৈতিক জটিলতার মধ্যে নিয়ে গেছে। আমরা গণতন্ত্র চাই, এবং সেই গণতন্ত্রের মূল চালিকা শক্তি হিসেবে রাজনৈতিক দলকে দেখতে চাই। আমরা অন্য কোনো শক্তি চাই না। কিন্তু বর্তমান রাজনৈতিক দলের যে অবস্থা, তার আমূল পরিবর্তন চাই। রাজনৈতিক নেতারাই আমাদের দেশ পরিচালনা করবেন। কিন্তু উনারা বর্তমানে যে রাজনীতির চর্চা করছেন তাতে দেশের বা জনগনের কোন মঙ্গল হবে তা আমরা বিশ্বাস করতে পারিনা। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাছে আহ্বান রাজনৈতিক দলের মধ্যে আপনারা গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটান –গণতান্ত্রিক ধারাকে শক্তিশালী করুন।